أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ট)

www.motaher21.net

وَقٰتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ

তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো,

Fight in the cause of Allah those who fight you.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৯০

وَ قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ

আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।

১৯০ নং আয়াতের তাফসীর:

যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾

‘আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে মহান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো।’ আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এটাই প্রথম অবতীর্ণ আয়াত যাতে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে মাদীনায় নাযিল করা হয়। এই আয়াতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো না তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না। অবশেষে সূরাহ্ বারা’ আত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর তাবারী ৩/৫৬১) ‘আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) এ কথা পর্যন্ত বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত হয়েছে। এটিকে রহিত করার আয়াত হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ﴾

‘অতঃপর মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো। (৯ নং সূরাহ্ তাওবাহ, আয়াত নং ৫) কিন্তু এটি বিবেচ্য বিষয়। কেননা এটিতো শুধু মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে উত্তেজিত করা যে, তারা তাদের শত্রুদের সাথে জিহাদ করছে না কেন যারা তাদের ও তাদের ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু? ঐ মুশরিকরা যেমন মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে তেমনি মুসলিমদেরও উচিত তাদের সাথে যুদ্ধ করা। যেমন অন্য স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً﴾

‘আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে।’ (৯ নং সূরাহ্ তাওবাহ, আয়াত নং ৩৬) এ জন্যেই এখানে বলা হয়েছেঃ ‘তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করো এবং তাদেরকে সেখান হতে বের করে দাও যেখান হতে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে।’ ভাবার্থ এই যে, হে মুসলিমগণ! তাদের উদ্দেশ্য যেমন তোমাদেরকে হত্যা করা ও নির্বাসন দেয়া তেমনি এর প্রতিশোধ হিসাবে তোমাদেরও এরূপ উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

যুদ্ধে নিহতদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না কাটা এবং যুদ্ধলব্ধমালামাল থেকে চুরি না করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾ ‘কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। সীমা অতিক্রমকারীদেরকে মহান আল্লাহ্ ভালোবাসেন না।’ অর্থাৎ হে মু’ মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করো না। নাক, কান ইত্যাদি কেটোনা, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি করো না এবং শিশুদেরকে হত্যা

করো না। ঐ বয়ঃবৃদ্ধদেরকেও হত্যা করো না যাদের যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। সংসার ত্যাগীদেরকেও হত্যা করো না। বিনা কারণে তাদের বৃক্ষাদি কেটে ফেলো না এবং তাদের জীব-জন্তুগুলো ধ্বংস করো না। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ এই আয়াতের তাফসীরে এই কথা বলেছেন। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিম সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ

اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلّوا، وَلَا تَغْدروا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

‘মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না, চুক্তি ভঙ্গ হতে বিরত থাকবে, নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নিবেনা, শিশুকে ও সংসার বিরাগীদেরকে হত্যা করবে না, আর যারা উপাসনা গৃহে পরে থাকে।’ (সহীহ মুসলিম ৩/৩/১৩৫৭, মুসনাদ আহমাদ -৫/৩৫৮, সুনান আবূ দাউদ-৩/৩৭/২৬১৩, জামি ‘ তিরমিযী-৪/১৩৮,১৩৯/১৬১৭) সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, একবার এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা অত্যন্ত খারাপ মনে করেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। (সহীহুল বুখারী-৬/১৭২/৩০১৫,ফাতহুল বারী ৬/১৭২, সহীহ মুসলিম ৩/১৩৬৪)

ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও জঘন্য

মহান আল্লাহ্‌ অত্যাচার ও সীমা অতিক্রমকে ভালোবাসেন না এবং এই প্রকার লোকের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হোন। যেহেতু জিহাদের নির্দেশাবলীর মধ্যে বাহ্যত হত্যা ও রক্তা-রক্তি রয়েছে, এ জন্যই তিনি বলেন যে, এদিকে যদি খুনাখুনি ও কাটাকাটি হতে থাকে তাহলে ঐ দিকে রয়েছে শিরক ও কুফর এবং সেই মালিকের পথ থেকে তাঁর সৃষ্টজীবকে বিরত রাখা এবং এটা হচ্ছে সরাসরি অশান্তি সৃষ্টি করা।

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ হত্যা অপেক্ষা অশান্তি বা ফিতনা সৃষ্টি করা আরো গুরুতর। এর অর্থ হলো সাধারণ অবস্থায় যে সমস্ত পাপ কাজ করে কিংবা বাড়াবাড়ি করে তা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর খারাপ কাজ। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৪১২) আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , যাহহাক (রহঃ) এবং রাবী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন যে, আলোচিত আয়াতে ফিতনা বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে যা হত্যা অপেক্ষা আরো গুরুতর অপরাধ।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া ‘হারাম এলাকায়’ যুদ্ধ করা নিষেধ

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ‘মহান আল্লাহ্‌র ঘরের মধ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করো না।’ যেমন সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، حَرَام بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَد شَجَرُهُ، وَلَا يُخْتَلى خَلاه .فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فَقُولُوا :إِنَّ (রাঃ) اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ

‘এটা মর্যাদাসম্পন্ন শহর। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এটি সম্মানিত শহর হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকবে। শুধু সামান্য সময়ের জন্য এটাকে মহান আল্লাহ্ আমার জন্য হালাল করেছিলেন। কিন্তু এটা আজ এ সময়েও মহা সম্মানিতই রয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এই সম্মান অবশিষ্ট থাকবে। এর বৃক্ষরাজি কাটা হবে না, এর কাঁটাসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এর মধ্যে যুদ্ধকে বৈধ বলে এবং আমার যুদ্ধকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে তাহলে তাকে বলে দিবে যে, মহান আল্লাহ্ শুধুমাত্র তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন,কিন্তু তোমাদের জন্য কোন অনুমতি নেই।’ (সহীহুল বুখারী-১/২৪৮/১১২, ৩/২৫৩/১৩৪৯, সহীহ মুসলিম-২/৯৮৬/৪৪৫, ফাতহুল বারী ৬/৩২৭) তাঁর এই নির্দেশটি ছিলো মাক্কা বিজয়ের দিন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেনঃ

مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

‘যে ব্যক্তি তার দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ, যে মাসজিদে চলে যাবে সেও নিরাপদ, যে আবূ সুফিয়ানের গৃহে চলে যাবে সেও নিরাপদ।’ (সহীহ মুসলিম-৩/১৪০৭/৮৬, সুনান আবূ দাউদ-৩/১৬৩/৩০২৪, মুসনাদ আহমাদ -২/২৯২/৭৯০৯)

তবে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, মাসজিদে হারামে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) ও মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) বলেনঃ রহিতকারী আয়াতটি হলোঃ

﴿فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ﴾

‘তারপর এই নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, তাদের পাকড়াও করো।’ (৯নং সূরাহ আত তাওবাহ, আয়াত-৫)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ﴾

‘যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে। কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা করো, এটাই কাফিরদের প্রতিদান।’ অর্থাৎ তারা যদি বায়তুল্লাহতে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যাতে এ অত্যাচার দূর হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদায়বিয়ায় স্বীয় সাহাবীগণের নিকট যুদ্ধের বায়’আত গ্রহণ করেন, যখন কুরাইশরা এবং তাদের সাথীরা সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বৃক্ষের নীচে সাহাবীগণের নিকট বায়’আত নিয়েছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ এই যুদ্ধ প্রতিহত করেন। (সহীহ মুসলিম-৩/৬৮/১৪৮৩, জামি‘ তিরমিযী-৪/১৫৯৪, সুনান নাসাঈ -৭/৪১৬৯, মুসনাদ আহমাদ -৩/২৯২,৩৫৫, সীরাতে ইবনু হিশাম-৩/২৮৯) এই নি‘য়ামতের বর্ণনা মহান আল্লাহ্ নিম্নের এই আয়াতে দিয়েছেনঃ

﴿وَ هُوَ الَّذِیْ كَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ﴾

‘মাক্কাহ উপত্যকায় তিনিই তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে বিরত রেখেছিলেন তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী করার পর।’ (৪৮ নং সূরাহ্ ফাতাহ, আয়াত নং ২৪) আরো বলা হয়েছেঃ

﴿وَ لَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِیْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۚ لِیُدْخِلَ اللّٰهُ فِیْ رَحْمَتِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَیَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا﴾

‘তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো, যদি না থাকতো এমন কতকগুলো মু’মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জানো না, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এজন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হতো, আমি তাদের মধ্যেস্থিত কাফিরদেরকে মর্মদন্ত শাস্তি দিতাম।’ (৪৮নং সূরাহ্ ফাতাহ, আয়াত নং ২৫)

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ﴿فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ﴾ যদি এই কাফিররা বায়তুল্লাহতে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে মহান আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। যদিও তারা মুসলিমদেরকে ‘হারাম’ এলাকায় হত্যা করেছে তবুও মহান আল্লাহ্ এতো বড় পাপকেও ক্ষমা করে দিবেন, যেহেতু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে

এরপর মহান আল্লাহ্ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার সময়-সীমা বেধে দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন যেঃ وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ‘ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন মহান আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।’ অর্থাৎ ঐ মুশরিকদের সাথে জিহাদ চালু রাখো যাতে শিরকের অশান্তি দূর হয় এবং মহান আল্লাহ্র দ্বীন জয়যুক্ত হয়ে উচ্চমর্যাদায় সমাসীন হয় এবং সমস্ত ধর্মের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , রাবী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) এবং যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) এই মত পোষণ করতেন যে, ‘ফিতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ করো’ আয়াতাংশে ‘ফিতনা’ এর অর্থ হলো শিরক। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৪১৫-৪১৬)

আবূ মূসা আশ ‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ

سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ» :مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

‘এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য ও জিহাদের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য জিহাদ করে, এদের মধ্যে মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী কে? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী শুধু ঐ ব্যক্তি যে, এজন্যই যুদ্ধ করে যেন মহান আল্লাহ্র কথা সুউচ্চ হয়।’ (সহীহুল বুখারী-১/২৬৮/১২৩, ৬/৩৩/২৮১০, ফাতহুল বারী ১৩/৪৫০, সহীহ মুসলিম-৩/১৫১৩/১৫০, ১৫১, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৯৩১/২৭৮৩ মুসনাদ আহমাদ -৪/৩৯২, ৩৯৭, ৪০২, ৪১৭) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

‘আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যে পর্যন্ত না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। যখনই তারা তা বলবে তখন তারা আমার নিকট হতে নিজেকে বাঁচিয়ে নিবে এবং তাদের ভিতরের হিসাব মহান আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকবে।’ (সহীহুল বুখারী-১/৯৩/৯৫/২৫, ফাতহুল বারী ১/৫৯২, সহীহ মুসলিম-১/৫৩/৩৬, ১/৫১-৫৩)

এরপরে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ‘যদি এই কাফিররা শিরক ও কুফর হতে এবং তোমাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে তাহলে তোমরা তাদের থেকে বিরত থাকো।’ এরূপ যে যুদ্ধ করবে সে অত্যাচারী হবে এবং অত্যাচারীদেরকে অত্যাচারের প্রতিদান দেয়া অবশ্য কর্তব্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ‘যে যুদ্ধ করে শুধু তার সাথেই যুদ্ধ করতে হবে’ এই উক্তির ভাবার্থ এটাই। কিংবা ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে, যদি তারা এসব কাজ হতে বিরত থাকে তাহলে তো তারা যুলম ও শিরক থেকে বিরত থাকলো। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ

করার আর কোন প্রয়োজন নেই। এখানে عُدْوَانَ শব্দটি শক্তি প্রয়োগের অর্থে এসেছে। তবে এটা শক্তি প্রয়োগের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় শক্তি প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে এটা শক্তি প্রয়োগ নয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾

‘অতঃপর যে কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার করো।’ (২নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ১৯৪)

অন্য জায়গায় আছেঃ ﴿وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾

‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা।’ (৪২নং সূলা শুরা, আয়াত নং ৪০)

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ ﴿وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ﴾

‘যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো তাহলে ঠিক ততোখানি করবে যতোখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।’ (১৬নং সূরাহ্ নাহল, আয়াত নং ১২৬)

সুতরাং এই তিন জায়গায় বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তির কথা বিনিময় হিসেবে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটা বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তি নয়। ইকরামাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, প্রকৃত অত্যাচারী ঐ ব্যক্তি যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালিমাকে অস্বীকার করে। (তাফসীর তাবারী ৩/৫৭৩) যখন ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) -এর ওপর জনগণ আক্রমণ চালিয়েছিলো সে সময় দুই ব্যক্তি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) -এর নিকট আগমন করে বলেনঃ

نَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ قَالَ :يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي .قَالَاِ
أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ} :وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ {؟ قَالَ :قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لغير الله.

‘মানুষতো কাটাকাটি মারামারি করতে রয়েছে। আপনি ‘উমার (রাঃ) -এর পুত্র এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবী। আপনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেনা না কেন?’ তিনি বলেনঃ ‘জেনে রেখো যে, মহান আল্লাহ্ মুসলিম ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন।’ তারা বলেনঃ ‘এই নির্দেশ কি মহান আল্লাহ্‌র নয় যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত অশান্তি অবশিষ্ট থাকে?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘আমরা তো যুদ্ধ করতে থেকেছি, শেষ পর্যন্ত অশান্তি দূর হয়ে গেছে এবং মহান আল্লাহ্‌র পছন্দনীয়

ধর্ম জয়যুক্ত হয়েছে। এখন তোমরা চাচ্ছো যে, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে যেন আবার অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য ধর্মগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে।' (সহীহুল বুখারী- ৮/৩২/৪৫১৩)

অন্য একটি বর্ণনায় 'উসমান ইবনু সালিহ (রহঃ) আরো অতিরিক্ত যোগ করে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইবনু 'উমার (রাঃ) -এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেনঃ হে আবূ 'আবদুর রহমান! কি কারণে আপনি এক বছর হাজ্জ করেছেন এবং অন্য বছর 'উমরাহ্ করেছেন এবং কোন কারণে আপনি মহান আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেন, অথচ এসব বিষয় পালন করার জন্য মহান আল্লাহ্ যে তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত আছেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত (১) মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা (২) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং (৫) মহান আল্লাহ্র ঘরে গিয়ে হাজ্জ পালন করা। তখন লোকটি বললোঃ আপনি কি মহান আল্লাহ্র এ আদেশ শুনেননিঃ

﴿وَ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ﴾

'মু' মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতোক্ষণ না তারা মহান আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (৪৯নং সূরাহ্ হুজুরাত, আয়াত নং ৯) এবং ﴿وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ﴾ 'অশান্তি দূর হয়ে মহান আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো।' (২নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ১৯৩) উত্তরে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেনঃ ' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যুগে আমরা এর ওপর 'আমল করেছি। তখন ইসলাম দুর্বল ছিলো এবং মুসলিমদের সংখ্যা অল্প ছিলো। যে ইসলাম গ্রহণ করতো তার ওপর অশান্তি এস পড়তো। তাকে হয় হত্যা করা হতো, না হয় কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। অবশেষে এই পবিত্র ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে এবং অনুসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ও অশান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে।' লোকটি তখন বলেন, 'আচ্ছা তাহলে বলুন যে, 'আলী (রাঃ) ও 'উসমান (রাঃ) সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?' তিনি বলেনঃ 'উসমান (রাঃ) -কে তো মহান আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন যদিও তোমরা এটা পছন্দ করো না। আর 'আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আপন চাচাতো ভাই ও জামাতা ছিলেন। অতঃপর আঙ্গুলের ইশারায় বলেন, এই হচ্ছে তাঁর বাড়ী যা তোমাদের সামনে রয়েছে।' (সহীহুল বুখারী-৮/৩২/৪৫১৪, ফাতহুল বারী ৮/৩২)

আল্লাহর কাজে যারা তোমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী তোমরা জীবন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করতে চাও বলে যারা তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তোমাদের সংশোধন ও সংস্কার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে ও শক্তি প্রয়োগ করছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। এর আগে মুসলমানরা যতদিন দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছিল, তাদেরকে কেবলমাত্র ইসলাম প্রচারের হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং বিপক্ষের জুলুম-নির্যাতনে সবর করার তাগিদ করা হচ্ছিল। এখন মদীনায় তাদের একটি ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথমবার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া

হচ্ছে, যারাই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে।

অর্থাৎ বস্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না তাদের ওপর তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত ওঠানো, শত্রু পক্ষের নিহতদের লাশের চেহারা বিকৃত করা, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু অযথা ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় জুলুম ও বর্বরতামূলক কর্মকাণ্ড "বাড়াবাড়ি" এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসবগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে যতটুকু সেখানে প্রয়োজন।

[১] মুসলিমগণ শুধুমাত্র সেসব কাফেরদের সাথেই যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদ্রী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না - সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে শুধুমাত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এ জন্য ফেকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্ম প্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা (الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ) 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' - এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেয়া হত, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

[২] আলেমগণ বলেন, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'কিতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে নাযিলকৃত কুরআনুল কারমের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। [ইবন কাসীর]

[৩] বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ সে উমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়্যত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে উমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয়ত তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাদেরকে বাধা দেয়, তবে তারা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকল।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৯১

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মোকাবিলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদের উৎখাত করো সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে উৎখাত করেছে। কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ। আর মসজিদে হারামের কাছে যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমরাও যুদ্ধ করো না। কিন্তু যদি তারা সেখানে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ না করে, তাহলে তোমরাও নিঃসংকোচে তাদেরকে হত্যা করো। কারণ এটাই এই ধরনের কাফেরদের যোগ্য শাস্তি।

১৯১ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] কেউ কেউ আল্লাহ্‌র বাণীঃ “তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে” -এ বাণীর ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামকে জংগীবাদের প্রেরণাদায়ক বলে অপবাদ দেয়, তারা মূলতঃ এ আয়াতের অর্থই বোঝেনি। কারণ, এই আয়াতে “তাদেরকে" বলে ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের বর্ণনা পূর্ববতী ও পরবর্তী আয়াতে এসেছে। কেননা, পূর্ববতী আয়াতে কাফেরদের হত্যা করার জন্য শর্ত দেয়া হয়েছে দু'টি – (১) তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধকারী সম্প্রদায় হবে। (২) তোমরা যদি এসব যুদ্ধবাজ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর, তবুও তোমরা যেহেতু মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ সেহেতু হত্যা করতে সীমালংঘন করোনা। যুদ্ধরত কাফেরদের ছাড়া অন্যান্য সাধারণ কাফেরদের হত্যা করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করোনা। যেমন, শিশু, অসুস্থ আঘাতপ্রাপ্ত, নারী এজাতীয়দের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। পরবতী আয়াতসমূহে আরও কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, (৩) যদি যুদ্ধবাজ কাফেররা যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয় তবে তোমরা তৎক্ষণাত যুদ্ধ ত্যাগ কর। (৪) তোমাদের উপর যতটুকু আক্রমণ হবে তোমরা ততটুকুই শুধু আক্রমণ করবে। (৫) তোমাদের যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হলোঃ ক) ফিতনা তথা যাবতীয় বিপর্যয়, শান্তিভংগ, ঘর-বাড়ি থেকে বহিস্কার, যুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, শির্ক, অসৎপথ ইত্যাদি থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। খ) তোমাদের ইবাদাত তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলতে যেন তারা বাধা না হয়। গ) তারা যেন তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করতে পারে। ঘ) তোমরা যে হক বা সত্যের অনুসারী, তার প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করা। এ পথের বাধা দূর করা।

[২] অর্থাৎ এ কথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শির্কের উপর অটল থাকা এবং মুসলিমদেরকে উমরাহ ও হজের মত ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার

অনুমতি প্রদান করা হল। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত (فتنة) (ফেত্‌নাহ্‌) শব্দটির দ্বারা কুফর, শির্ক এবং মুসলিমদের ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ও তাফসীরে কুরতুবী]

[৩] পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীআতসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে এই বলে সীমিত করা হয়েছে, "মসজিদুল হারামের পার্শ্ববতী এলাকা তথা পুরো হারামে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়" । সাধারণতঃ মক্কার সম্মানিত এলাকা তথা হারাম এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এ মর্মে সমস্ত ফেকাহবিদগণ একমত। এ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, প্রথম অভিযান, আক্রমণ বা আগ্রাসন শুধুমাত্র মসজিদুল-হারামের পাশ্ববতী এলাকা বা মক্কার হারামেই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ যেমন অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

এখানে ফিতনা শব্দটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যে অর্থে ইংরেজীতে Persecution শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা দল প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদের পরিবর্তে অন্য কোন চিন্তা ও মতবাদকে সত্য হিসেবে জানার কারণে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সমালোচনা ও প্রচারের মাধ্যমে সমাজে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, নিছক এজন্য তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানো। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছেঃ নরহত্যা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য কাজ কিন্তু কোন মানবিক গোষ্ঠী বা দল যখন জোরপূর্বক নিজের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়, সত্য গ্রহণ থেকে লোকদেরকে জোরপূর্বক বিরত রাখে এবং যুক্তির পরিবর্তে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে জীবন গঠন ও সংশোধনের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে শুরু করে তখন সে নরহত্যার চাইতেও জঘন্যতম অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। এই ধরনের গোষ্ঠি বা দলকে অস্ত্রের সাহায্যে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যে সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত তাতে সন্দেহ নেই।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৯২

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

১৯২ নং আয়াতের তাফসীর:

অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো তিনি নিকৃষ্টতম অপরাধী ও পাপীকেও মাফ করে দেন, যদি সে তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ পরিহার করে, এটিই তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য। এই গুণ-বৈশিষ্ট্য তোমরা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করো।تخلقوا باخلاق اللهআল্লাহর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যে নিজেদেরকে সজ্জিত করো, রসূলের এ বানীর তাৎপর্যও এটিই। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তোমরা যুদ্ধ করবে না। তোমরা যুদ্ধ করবে আল্লাহর দ্বীনের পথ পরিষ্কার ও সুগম করার জন্য। কোন দল যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ততক্ষণ তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু যখনই সে নিজের প্রতিবন্ধকতার নীতি পরিহার করবে তখনই তোমরা তার ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৯৩

وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো যালেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।

১৯৩ নং আয়াতের তাফসীর:

১৯০ নং আয়াতের বিষয়ে দু’ টি মতামত পাওয়া যায়। যেমন:

১. আয়াতটি সূরা তাওবার

(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً)

(তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর) আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

২. আয়াতটি রহিত হয়নি। (নাসেখ মানসূখ, ইবনুল আরাবী পৃঃ ৩৯)

হাফিয ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন: রহিত হবার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর) আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন: মদীনায় অবতীর্ণ এটাই সর্বপ্রথম যুদ্ধের আয়াত। এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর যারা যুদ্ধ করেনি সূরা তাওবাহ অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি।

وَلَا تَعْتَدُوْا ‘বাড়াবাড়ি কর না’ - দু’ ভাবে এর অর্থ হতে পারে:

১. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না।

২. মহিলা, বাচ্চা, পাদরী বা গীর্জার লোকেদের হত্যা কর না, অনুরূপ গাছ-পালা বা ফসলাদি জ্বালিয়ে দেয়া এবং কোন অভীষ্ট লাভ ছাড়াই পশু-হত্যা করা ইত্যাদিও বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে।

জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) প্রথম অর্থকে বেশি মজবুত মনে করেছেন। (নাসেখ মানুসখ, পৃঃ ৩৯)

তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ দ্বিতীয় অর্থ সমর্থন করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা ‘আলার পথে যুদ্ধ করবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, নাক-কান ইত্যাদি অঙ্গহানী করবে না, শিশু ও সংসার বিরাগীদেরকে হত্যা করবে না যারা উপাসনা গৃহে পড়ে থাকে। (মুসনাদ আহমাদ হা: ২৬১৩)

আল্লাহ তা ‘আলা সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না। মুশরিকদের মধ্যে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা কর এবং তোমাদেরকে যারা মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে তাদেরকেও মক্কা থেকে বের করে দাও। কারণ জমিনে কুফরী, শির্ক করা ও ইসলাম থেকে বাধা দেয়া ইত্যাদি বিপর্যয় সৃষ্টি করা তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে জঘণ্যতম অপরাধ।

কুরআনে فتنة শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

ফেতনা অর্থ শির্ক: মহান আল্লাহ বলেন:

(وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)

"আর হত্যা অপেক্ষা ফেত্না-ফাসাদ (শির্ক) গুরুতর অপরাধ।" (সূরা বাকারাহ ২:১৯১)

ফেতনা অর্থ বিভ্রান্ত করা: আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۤءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۤءَ تَاْوِيْلِهٖ)

"সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফেতনা (বিভ্রান্ত করার জন্য) এবং ব্যাখ্যা তালাশের উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে।" (সূরা আলি ইমরান ৩:৭)

ফেতনা অর্থ হত্যা করা:

(أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)

"যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, কাফিররা তোমাদের জন্য ফেতনা সৃষ্টি (হত্যা) করবে।" (সূরা নিসা ৪:১০১) অর্থাৎ হত্যা করবে। এছাড়াও ফেতনা শব্দটি বাধা দেয়া, পথভ্রষ্ট করা, গুনাহ, পরীক্ষা ও শাস্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষেধ। কিন্তু যদি কাফির-মুশরিকগণ যুদ্ধ শুরু করে তাহলে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যুদ্ধ করা যাবে। (তাফসীরে সাদী পৃঃ ৭৩)

যদি তারা যুদ্ধ বর্জন করতঃ ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে আল্লাহ তা 'আলা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

১৯৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা 'আলা মুসলিমদেরকে মুশরিক ও সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন। যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে শির্ক দূরীভূত হয়ে তাওহীদের দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে আল্লাহ তা 'আলার সাথে অন্য কারো ইবাদত করা হবে না।

যারা কুফরী ও সীমালঙ্ঘনের ওপর বহাল থাকবে কেবল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে। তবে জিহাদের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করা যাবে না। যেমন ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত: তাঁর কাছে দু' ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর যুগে সৃষ্ট ফেতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি উমার (রাঃ)-এর পুত্র নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবী! কী কারণে আপনি বের হন না? তিনি উত্তর দিলেন: আমাকে নিষেধ করেছে এ কথা- 'নিশ্চয় আল্লাহ তা 'আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। তারা দু' জন বললেন, আল্লাহ তা 'আলা কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফেতনার অবসান ঘটে। তখন ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যতক্ষণ না ফেতনার অবসান ঘটেছে এবং দীনও আল্লাহ তা 'আলার জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ ফেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যেন আল্লাহ তা 'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য দীন হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫১৩)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলিমদের ওয়াজিব।

২. শত্র "দের পক্ষে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা যাবে না। তবে যদি তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে হত্যা করা যাবে।

৩. মাসজিদে হারামে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম, তবে শত্র "রা শুরু করলে তাদেরকে দমন করার জন্য করা যাবে।

৪. আল্লাহ তা 'আলা কাফিরদের ভালবাসেন না।

৫. গাফুর ও রাহীম- এ দু' টি আল্লাহ তা 'আলার সুন্দর নাম ও পবিত্র গুণ।